কলকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক: **বিশ্বজিৎ বসু, বিচারপতি।**

উদয় কুমার পাত্র ওরফে উদয় পাত্র
বনাম
সুব্রত পাত্র

2011 সালের S.A. 87, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 14/12/2022

স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট (1963-এর 47), S.34 প্রোভিসো— বিভাজন এবং স্বত্বের ঘোষণার জন্য মামলা - কর্তৃত্ব ছাড়াই বিক্রয় দলিল সম্পাদনের জন্য অ্যাগেনস্ট পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (PoA) - রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা - গ্রামে তার অনুপস্থিতিতে বাদী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভাই-সহ-অংশীদারের পক্ষে (PoA) কার্যকর করা হয়েছিল-যৌথ সম্পত্তির দখলে না থাকা সহ-অংশীদার বিশেষভাবে দখল পুনরুদ্ধারের সুরাহা না চেয়ে বিভাজনের জন্য মামলা করতে পারে-এই ধরনের মামলা ধারা 34-এ সংযুক্ত প্রভিজোর মিসচিফ-এর মধ্যে আসে না-বাদী দখল পুনরুদ্ধারের সুরাহা চাইতে ব্যর্থ হওয়ার ভিত্তিতে মামলা খারিজ করা, ভুল।

(অনুচ্ছেদ ১৪)

উদ্‌ধৃত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**
এ. আই. আর 202	এস. সি 1640 প্যারা নং। (8,13)
এ. আই. আর 2012	এস. সি 3912পারা নং। (12)
এ. আই. আর 2001	এসসি 965পারা নং। (10)
এ. আই. আর 1993	ক্যাল 144পারা নং। (10)

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের জন্য দেবাশীষ রায়, সুকান্ত দাস, প্রতিবাদী জন্য বাসুদেব গায়েন, অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি, দেবব্রত রায়, সুকুমার ঘোষ, মৌমিতা ঘোষ।

1. **রায়ঃ-** এই দ্বিতীয় আপীলটি হয় বাদীর অনুরোধে বিভাজন এবং স্বত্বের ঘোষণার মামলায় এবং 2009 সালের 30 নং টাইটেল আপীলে অতিরিক্ত জেলা জজ, ফাস্ট ট্র্যাক-3য় আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর কর্তৃক 31 আগস্ট, 2010 তারিখের আপিল ডিক্রির বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয়েছে, সেখানে 17 মার্চ, 2009 এবং 26 মার্চ, 2009 তারিখের রায় এবং ডিক্রিটিকে যথাক্রমে 2003 সালের স্বত্বের স্যুট নং 128-এ পশ্চিম মেদিনীপুরের লার্নড সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন), 1ম কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর দ্বারা গৃহীত হয়েছইল তা উল্টে যায়।

2. সংযুক্ত মামলার বাদী মামলার সারসংক্ষেপ হল যে বিবাদী নং 2 বাদীর বড় ভাই এবং 02 এপ্রিল, 1986 তারিখে একটি নিবন্ধিত হস্তান্তর দলিলের মাধ্যমে, তারা যৌথভাবে 170 নং স্যুট

প্লটে 2 ডেসিমেল জমি ক্রয় করেন মৌজা লুতুনিয়া, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর এর অধীনে , (সংক্ষেপে 'স্যুট সম্পত্তি') একজন বাসুদেব পাত্রের কাছ থেকে, যিনি উভয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন।বাদী 1989 সালের 3রা ফেব্রুয়ারি একটি নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (সংক্ষেপে পিওএ) কার্যকর করেন যার ফলে তাঁর উক্ত বড় ভাই গ্রামে তাঁর অনুপস্থিতিতে উক্ত মামলায় তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুমোদিত হন।বাদী তার বড় ভাইয়ের কিছু বিরূপ পদক্ষেপ লক্ষ্য করে 1990 সালের 27শে জুন একটি নিবন্ধিত বাতিলকরণ দলিলের মাধ্যমে উক্ত পিওএ প্রত্যাহার করে নেন।2003 সালের 15ই মে বাদী জানতে পারেন যে বিবাদীরা মামলা সম্পত্তির উপর নির্মাণ কাজ চালাচ্ছেন।

বিবাদী নং 2, অনুসন্ধানে প্রকাশ করেছে যে উল্লিখিত POA দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার কারণে, তিনি বাদীর পক্ষে, 23 জুন, 1990 তারিখের একটি নিবন্ধিত কনভেয়েন্সের দলিলের মাধ্যমে মামলার সম্পত্তিতে বাদীর অংশ বিক্রি করেছেন (এর পরে এটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'উক্ত অংশ') তার শাশুড়ি ছবি রানী মকরের কাছে, তিনি এটিকে 10 সেপ্টেম্বর, 1997-এ গোরাচাঁদ সামন্ত নামে একজনের কাছে বিক্রি করেছিলেন, যিনি 21 জানুয়ারী, 1998-এ বিবাদী নং 1, বিবাদী নং 2-এর নাবালক ছেলের কাছে এটি বিক্রি করেছিলেন। ।এই পরিস্থিতিতে, বাদী 2003 সালের 30শে মে তাঁর বড় ভাইকে উক্ত অংশের ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে যথাযথ মুক্তি দলিল কার্যকর করার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাই মামলাটি দায়ের করা হয়।

এটি বাদীর নির্দিষ্ট মামলা যে তিনি কেবলমাত্র উক্ত বাসুদেব পাত্রের দায়ের করা মামলায় তাঁর মালিকানা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উক্ত পিওএ কার্যকর করেছিলেন, তবে তিনি কখনই তাঁর বড় ভাইকে উক্ত অংশটি বিক্রি করার অনুমতি দেননি।

3. বিবাদীরা মামলাটির বিরোধিতা করার জন্য একটি যৌথ লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছে। উল্লিখিত লিখিত বিবৃতিতে বিবাদীদের মামলা হল যে উল্লিখিত পিওএ দ্বারা বাদী শুধুমাত্র বিবাদী নং 2 কে উক্ত বাসুদেব পাত্রের দায়ের করা মামলায় বাদীর স্বত্বের রক্ষা করার জন্য অনুমোদন দেননি বরং বিবাদী নং 2 কে উল্লিখিত মামলার খরচ মেটাতে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করে উক্ত অংশ বিক্রি করার জন্যও অনুমোদন দিয়েছিলেন।।

4. বিজ্ঞ বিচারিক বিচারক উল্লিখিত পিওএ (প্রদর্শ-9) এর প্রকরণগুলো যাচাই-বাছাই করে তা নিশ্চিত করেছেন যে বাদী, উল্লিখিত পিওএ দ্বারা বিবাদী নং 2কে উল্লিখিত শেয়ার বিক্রি করার ক্ষমতা দিয়েছে কিনা এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন যে উক্ত প্রদর্শতে কোথাও, বাদী বিবাদী নং 2কে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উল্লিখিত শেয়ার বিক্রি করার দায়িত্ব দিয়েছেন,ফলশ্রুতিতে ছবি রানী মকরের (প্রদর্শ-৬) অনুকূলে কনভেয়েন্সের দলিল বাতিল করা হয়েছে এবং পরবর্তী সমস্ত দলিল যেমন গোরাচাঁদ সামন্তের পক্ষে দলিল (প্রদর্শ-৮) এবং বিবাদী নং 1 (প্রদর্শ-3) এর পক্ষে দলিল এবং বাতিল ঘোষণা করেছে।মহামান্য বিচারক মামলাটি প্রাথমিক আকারে মামলার সম্পত্তিতে বাদীর অর্ধেক অংশ ঘোষণা করেন।

5. বিদ্বান বিচারপতির উপরোক্ত রায় এবং ডিক্রি নিয়ে বিবাদীরা ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আপিল করেন।নীচের আপিল আদালত বিতর্কিত রায় ও ডিক্রি দ্বারা বিদ্বান বিচার বিচারকের রায় ও ডিক্রি উল্টে দিয়েছে এবং মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে।আপিল আদালত দেখতে পায় যে বাদী তার জেরাতে স্বীকার করেছেন যে তিনি 16 নভেম্বর, 1994 তারিখের অ্যাডভোকেটের নোটিশ পাঠানোর আগে উক্ত ছবি রানী মকরের পক্ষে কনভেয়েন্সের দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি পেয়েছেন (প্রদর্শ-2), এইভাবে বাদীর অবশ্যই 1994 সাল থেকে উল্লিখিত স্থানান্তর সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং 15 মে, 2003 থেকে নয় এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে দায়ের করা হয়েছিল, তা নিষিদ্ধ।আপিল আদালত আরও বলেছে যে দখল পুনরুদ্ধারের সুরাহা না চেয়ে মালিকানা ঘোষণার জন্য একটি মামলা আইনের অধীনে গ্রহণযোগ্য নয়।

6. আইনের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য 2011 সালের 6ই এপ্রিল মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ এই দ্বিতীয় আবেদনটি গ্রহণ করেঃ

I. "নিম্ন আপিল আদালতের বিদ্বান বিচারক, অভিযুক্তদের দ্বারা নির্মাণ করার জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল এই ভিত্তিতে বিচারিক বিচারকের দ্বারা গৃহীত ডিক্রিটি বিপরীত করার ক্ষেত্রে কি যথেষ্ট ভুল করেছিলেন?"

II. "নিম্ন আপিল আদালতের বিদ্বান বিচারক, 1963 সালের নির্দিষ্ট সুরাহা আইনের 34 ধারার অধীনে মামলাটি নিষিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে আইনে যথেষ্ট ভুল করেছেন কিনা, যখন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এই অভিযোগের ভিত্তিতে যে তিনি তৃতীয় পক্ষের পক্ষে সম্পত্তি হস্তান্তর করার অধিকার লঙ্ঘন করেছেন?"

7. আপিলকারীর আইনজীবী দেবাসিস রায় বলেন যে, উক্ত পিওএ-র ধারাগুলির উপর একটি সংক্ষিপ্ত নজর দিলে দেখা যাবে যে, উক্ত দস্তাবেজের মাধ্যমে বাদী তাঁর উক্ত বড় ভাইকে উক্ত বাসুদেব পাত্রের দায়ের করা মামলায় তাঁকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও অভিযুক্ত নং-2কে উক্ত শেয়ারটি বিক্রি করার জন্য অনুমতি দেননি। তিনি আরও দাখিল করেন যে বিবাদী নং 2-এর তার ভাইয়ের সম্পত্তি দখল করার অসৎ উদ্দেশ্য প্রতীয়মান লেনদেনের নকশা থেকে স্পষ্ট হবে যেহেতু বিবাদী নং 2 শেষ পর্যন্ত তার ভাইয়ের সম্পত্তি তার ছেলের অনুকূলে হস্তান্তর করতে সফল হয়েছিল।

8. মিঃ রায় আরও দাখিল করেছেন যে নীচের আপিল আদালত মামলার সুযোগকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন যে এটি শুধু ঘোষণার জন্য একটি মামলা নয় তবে স্বত্বের ঘোষণার পরে বিভাজনের জন্য একটি মামলা, এই ধরনের মামলায়, বাদী সবসময় নয় অননুমোদিত বিচ্ছিন্নতা বাতিল চাইতে বাধ্য এবং তার এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে, তিনি উমাদেবী নাম্বিয়ার বনাম থামারসেরি রোমান ক্যাথলিক ডায়োসিসের ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন, (2022) 7 এসসিসি 90 এ রিপোর্ট করা

হয়েছে :

(এআইআর 2022 এসসি 1640)।তিনি আরও যোগ করেছেন যে মামলার এই সুযোগ হওয়ায়, নীচের আপিল আদালত মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ বলে ধরে নেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের যথেষ্ট **ত্রুটি করেছে।উপসংহারে, তিনি বলেন** যে নিম্নোক্ত আপিল আদালত আইনের আরও ত্রুটি করেছে যে, বাদীর দখল পুনরুদ্ধারের সুরাহা চাইতে ব্যর্থতা মামলার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রভাবিত করে যেহেতু মামলার প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, বাদীকে উক্ত সুরাহা চাইতে হবে না।

9. অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি এই বিরোধিতা করার জন্য উল্লিখিত পি.ও.এ-এর নিম্নলিখিত উদ্ধৃত লেখার উপর অনেক জোর দিয়েছেন উল্লিখিত দস্তাবেজ দ্বারা বিবাদী নং 2 বাদীর পক্ষে যেকোন বিক্রয় দলিল সম্পাদন এবং নিবন্ধন করার জন্য অনুমোদিত ছিল, এবং বিবাদী নং 2 এই ধরনের কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে উক্ত শেয়ারটি বিক্রি করেছিল:

(। এবং মামলাটি বিচারাধীন থাকার আগে বা পরে বা চলাকালীন আমার পক্ষে যে কোনও দলিল স্বাক্ষর করা এবং যে কোনও নিবন্ধকরণ বা উপ-নিবন্ধকরণ অফিসে দলিলটি নিবন্ধিত করা।)"

10. মিঃ চ্যাটার্জি “সন্তোষ হাজারি বনাম পুরুষোত্তম তিওয়ারি (মৃত)” মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন, যা (2001) 3 এস. সি. সি 171-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃএ. আই. আর 2001 এস. সি 965-এ **বলা হয়েছে যে বর্তমান** দ্বিতীয় আবেদনে প্রণীত আইনের প্রশ্নগুলি উল্লেখযোগ্য নয়, হাইকোর্ট আইনের ত্রুটি বা সত্যের ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য প্রথম আপিল আদালতের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

সিভিল প্রসিডিউর কোডের ধারা 100-এর পরিধি সম্পর্কে তিনি রতনলাল বানসিলালা এবং অন্যান্য বনাম কিশোরীলাল গোয়েঙ্কা এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই আদালতের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন, যা এআইআর 1993 ক্যাল 144-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বক্তব্য শোনা এবং নথিতে থাকা কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

11. পি.ও.এ-র প্রাসঙ্গিক অংশ/ধারাগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন যাতে আইনের প্রণয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া যায়, যেমন সেগুলি নীচে তুলে ধরা হয়েছেঃ_

উদয় পাত্র অন্য কোথাও থাকেন এবং যেহেতু উক্ত মামলাটি চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসুবিধাজনক এবং যেহেতু মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার খরচ বহন করার ক্ষমতা আমার

নেই এবং যেহেতু আমার বড় ভাই আমাকে বলেছেন যে তিনি এই মামলার সমস্ত খরচ বহন করবেন, তাই আমি এতদ্দারা আমার বড় ভাই শ্রী উত্তম কুমার পাত্রকে শ্রী জলধর পাত্রের পুত্র, বিশ্বাস-হিন্দু, পেশা-চাষ, নিবাস লক্ষ্য, থানা এবং সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস সুবাং জেলা মেদিনীপুর আমার সাংবিধানিক অ্যাটর্নি হিসাবে নিযুক্ত করি এবং মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু সম্পাদন করার জন্য তাকে ক্ষমতা প্রদান করে অর্থাৎ উকিল এবং সলিসিটর ইত্যাদি নিয়োগ করা এবং মামলাটি উচ্চ আদালতে স্থানান্তর করা এবং সাক্ষী ও সাক্ষ্য ইত্যাদি উপস্থাপন ও যোগ করা। এবং মামলার বিজ্ঞাপন নিষ্পত্তির পরে বাদী এবং আবেদন করার জন্য আপীলকে অগ্রাধিকার দিতে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্ত জিনিস করত এবং মামলার মুলতুবি থাকার আগে বা চলাকালীন আমার পক্ষে আমার নামে কোনো দলিল স্বাক্ষর করতে এবং দলিলটি যেকোনো নিবন্ধন বা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসে নিবন্ধিত করতে এবং দলিলের কপি দেখার পর প্রদত্ত রসিদ বরাদ্দ করতে এবং ধারা 52 এর অধীনে অন্য কাউকে জারি করা হয়েছে এবং এইভাবে দলিল ডেলিভারি নিতে.আমার উল্লিখিত নিযুক্ত অ্যাটর্নি দ্বারা করা এবং সম্পাদিত উপরোক্ত সমস্ত কাজ এবং কাজগুলি আমার দ্বারা করা হিসাবে বিবেচিত এবং গৃহীত হবে।এই নিযুক্ত অ্যাটর্নি আমার পক্ষ থেকে সব ধরনের কাজ করার অধিকারী হবেন এবং সেগুলি আমার দ্বারা করা কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় সরল মনে সুস্থ মনের সাথে সাক্ষীর উপস্থিতিতে আমি এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সম্পাদন করি।ইতি।তারিখ 1395 বঙ্গাব্দের 20তম মাঘ বাংলা ক্যালেন্ডার, 1989 খ্রিষ্টাব্দের 3 ফেব্রুয়ারি)

12. পিওএ-এর উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ/ধারাগুলি নিঃসন্দেহে এটির পরামর্শ দেয় বাদী উভয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে উক্ত বাসুদেব পাত্রের দায়ের করা মামলায় তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিবাদী নং 2 কে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য উল্লিখিত পিওএ কার্যকর করেছিলেন, উল্লিখিত পিওএ-তে কোনো অংশ/ধারা নেই যা বিবাদী নং 2কে উল্লিখিত শেয়ার বিক্রি করার জন্য বিশেষভাবে অনুমোদন করে। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে একটি পি. ও. এ-কে কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। পি. ও. এ দ্বারা বিক্রয় বা বিক্রয় কার্যকর করতে সম্মত হওয়ার জন্য, বিক্রয় চুক্তি/বিক্রয় দলিল সম্পাদনের জন্য এজেন্টকে স্পষ্টভাবে ক্ষমতা দেওয়া উচিত।((2012) 8 এস. সি. সি. 706: এয়ার 2012 এস. সি. 3912-এ রিপোর্ট করা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট বনাম পোন্নিয়ামম্যান এডুকেশনাল ট্রাস্ট দ্বারা উপস্থাপিত খ্রিস্ট চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং এডুকেশনাল চ্যারিটেবল সোসাইটির চার্চ দেখুন।

উক্ত মামলাটির **বিচারাধীনতার আগে, পরে বা** চলাকালীন দলিল কার্যকর ও নিবন্ধনের কর্তৃত্বকে অবশ্যই সেই মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্মতিতে ব্যাখ্যা করতে হবে যার জন্য এই ধরনের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল, অন্য কথায়, মিঃ চ্যাটার্জির দ্বারা প্রস্তাবিত উক্ত অংশ/ধারাটি উক্ত নথির অন্যান্য অংশ/ধারা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পড়া যাবে না যাতে বিবাদী নং 2 উক্ত অংশের ক্ষেত্রে একটি হস্তান্তর দলিল কার্যকর করা এবং নিবন্ধিত করা, এছাড়াও, পিওএ বিবাদী নং- 2এর কর্তৃত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব, হয় উক্ত শেয়ার বিক্রির জন্য বিবেচনা মূল্য পাওয়ার জন্য অথবা বাদীর পক্ষ থেকে ক্রেতার কাছে উক্ত শেয়ারের দখল পৌঁছে দেওয়ার

জন্য, এই কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে বিবাদী নং 2 উক্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে হস্তান্তর দলিল কার্যকর করার জন্য অনুমোদিত ছিল না, যেমন, উক্ত বিবাদী নং 2, তাঁর কর্তৃত্বের অতিরিক্ত উক্ত অংশটি বিক্রি করে দেন।অধিকন্তু, পিওএ-এর লেখা / প্রকরণটি রেকর্ডের নীচে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে যে বিবাদী নং 2 বাদীকে আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি বাসুদেব পাত্রের দায়ের করা মামলার খরচ মেটাবেন যা বিবাদীদের প্রতিরক্ষাকে মিথ্যা প্রমাণ করে যে উল্লিখিত পিওএ দ্বারা, বাদী, বিবাদী নং 2 অনুমোদন দেন উল্লিখিত মামলার খরচ মেটানোর জন্য উক্ত শেয়ারটি বিক্রি করবে:

"।যেহেতু মামলা লড়ার খরচ বহন করার ক্ষমতা আমার নেই এবং আমার বড় ভাই আমাকে বলেছেন যে তিনি মামলার পুরো খরচ বহন করবেন।

13. নীচের আপিল আদালত উপেক্ষা করেছে যে বাদী উক্ত শেয়ারের বিভাজনের সুরাহা চাইছেন, এই ধরনের মামলায় বাদী সর্বদা বিচ্ছিন্নতা বাতিল করতে বাধ্য হয় না, বিশেষ করে যখন এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা অননুমোদিত হয়।এই প্রসঙ্গে, উমাদেবী নাম্বিয়া, এ. আই. আর 2022 এস. সি 1640 (উপরে)-এর ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের অনুচ্ছেদ 15 উদ্‌ধৃত করা উপযুক্ত: -

"১৫।বিচ্ছিন্নতা বাতিলের আবেদন করার জন্য কোনও বাদীর পক্ষে বিভাজনের মামলা করা সবসময় প্রয়োজন হয় না।এই নীতির পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে।একটি হল বিচ্ছিন্নতাকারী এবং সেইসাথে সহ-ভাগকারী এখনও সহ-ভাগকারীর ভাগের পরিমাণে বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার অধিকারী।

চূড়ান্ত ডিক্রি কার্যধারায়, হস্তান্তরকারীর শেয়ারের জন্য হস্তান্তরিত সম্পত্তির বরাদ্দ চাইতেও বিচ্ছিন্নতাকারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকতে পারে, যাতে ইক্যুইটিগুলি ন্যায্য পদ্ধতিতে কাজ করা হয়।অতএব, হাইকোর্টআবেদনকারীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল ছিল, তার বিচ্ছিন্নতা চ্যালেঞ্জ করতে ব্যর্থ হয়েছে. "

14. যেহেতু বিভাজনের সুরাহা পাওয়ার জন্য বাদীকে অননুমোদিত বিচ্ছিন্নতাকে চ্যালেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই, তাই সংযুক্ত মামলার রক্ষণাবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে বাদীর জ্ঞানের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।যৌথ সম্পত্তির দখলে নেই এমন একজন সহ-ভাগকারী বিশেষভাবে দখল পুনরুদ্ধারের সুরাহা না চাওয়া ছাড়াই বিভাজনের জন্য একটি মামলা বজায় রাখতে পারে; এই ধরনের মামলা নির্দিষ্ট সুরাহা আইন, 1963 এর ধারা 34-এ সংযোজিত বিধানের ক্ষতির মধ্যে আসে না।

অতএব, নীচের আপিল আদালত সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে এবং দখল পুনরুদ্ধারের সুরাহা চাইতে বাদীর ব্যর্থতার ভিত্তিতে সংযুক্ত মামলাটি খারিজ করার ক্ষেত্রে আইনের যথেষ্ট ত্রুটি করেছে।বিজ্ঞ বিচারপতির রায় ও ডিক্রি উল্টে দেওয়ার ক্ষেত্রে নীচের আপিল আদালত যে

ত্রুটি করেছে তা উল্লেখযোগ্য কারণ নীচের আপিল আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার পরিধি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং পিওএ-র অংশ/ধারাগুলি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে, তাই মিঃ চ্যাটার্জির উদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলির কোনওটিই বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয়।

উপরের আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরে, এই আদালত আইনের উভয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেয়, ফলস্বরূপ নীচের আপিল আদালতের বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রি বাতিল করা হয় এবং মহামান্য বিচারিক বিচারকের রায় ও ডিক্রি পুনরায় বহাল করা হয়।

15. পার্টিশন কমিশনার নিয়োগের জন্য দলগুলি আবেদন করার স্বাধীনতায় রয়েছে, যদি এই ধরনের আবেদন করা হয়, তাহলে মহামান্য বিচারিক বিচারককে আইন অনুযায়ী দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

16. 2011 সালের S.A. 87 এইভাবে খরচের বিষয়ে কোনো আদেশ ছাড়াই গ্রাহ্য হল।

17. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিশ্বজিৎ বাসু, বিচারপতি।)

18. পরবর্তীকালে সংযুক্ত নিম্ন আদালতের নথিগুলি আবেদনকারীর খরচে বিশেষ বার্তাবাহক দ্বারা নীচের আদালতে পাঠানো হোক, এই ধরনের খরচ তারিখ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে রাখা হবে।

আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.